দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

কতিপয় সুপারিশ

দেশের সতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দেনদশার কথা ভাবতে সত্যি দুঃখ হয়। এর অন্যতম কারণগুলোর একটি হচ্ছে শিক্ষকদের অনিশ্চিত জীবন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের কল্যাণের জন্য আমি কিছু সুপারিশ তুলে ধরছি।

(১) সতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত কোন প্রকার অনুদান ও বিলের খবর না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলছেন। বেকারত্বের কারণে অনেকেই শিক্ষকতা গ্রহণ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দাখেল মাদ্রাসায় চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। ফলে সতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়া স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হতে চলছে। এক কথায় ইসলামিক ধ্যান-ধারণা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

(২) এবতেদায়ী শিক্ষক সম্মেলনে কর্ণধারগণ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা একমাত্র সিনিয়র মাদ্রাসার জন্য প্রযোজ্য ছিল। সতন্ত্র এবতেদায়ীকে কি দেওয়া হবে জানানো হয়নি। যদি এতদিনে যৎকিঞ্চিত কিছু অনুদান দেয়া হত তা হলে শিক্ষকরা মনোযোগী থাকতেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো স্থিতিশীলতায় থাকত।

গত ১/৩/৮৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন, ২৪ আমতলী, মহাখালী, ঢাকা-১২ হইতে প্রেরিত এক ছাপানো পত্রিকায় জানতে পারলাম যে, ৩০ এপ্রিল-এর পূর্বেই ৬ মাসের টাকা পৌঁছবে সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সিনিয়র বা দাখেল মাদ্রাসার সঙ্গে জয়েন্ট মাদ্রাসা ব্যতিরেকে অন্য কোন সতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা কোন প্রকার টাকা পাইল না। এমতাবস্থায় শিক্ষকদের মনে কি কোন আশা থাকতে পারে? বর্তমানে কোন কোন শিক্ষক বাড়িতে বসে আছেন। আর ছেলে-মেয়েরা মাদ্রাসায় গিয়ে মারামারি করে বাড়ি ফিরছে।

আমার মনে হয়, এ জন্য ইসলাম দরদী সমাজসেবী কর্ণধারগণ দায়ী। কারণ তাঁরা সমাজের ধারক ও বাহক। আর সমাজ তাঁদের দিকেই চেয়ে আছে। সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও শাসন পদ্ধতি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদেরই। সতন্ত্র এবতেদায়ীর শিক্ষক সমাজের ইজ্জত রক্ষার্থে এবং সংশয় নিরসনকল্পে সামনের ঈদের আগেই অনুদান ও বেতন প্রদানের জন্য সদাশয় কর্ণধারগণের প্রতি একান্তভাবে অনুরোধ করছি।

—আবু বকর সিদ্দিক

এবর্তেদায়ী প্রসঙ্গে

সম্প্রতি নান্দাইল প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব মোশারফ হোসেন আকন্দ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় একটি বাস্তব ও সুসম্মত প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো চালু হবার পর এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দেশের জনসাধারণের যে অনাবিল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, এ সব মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এর প্রমাণ। এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর প্রতি অভিভাবক মহলের ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনজর পড়েছে। তার পর-পরই জনাব আঃ লতিফ জেহাদী সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন যে, অচিরেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে বাজেট ঘোষিত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পের অধীনে জাতীয় পে-স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে মাদ্রাসাগুলো ইতিমধ্যে হয়েছে সেগুলো গ্রামের ছেলে-মেয়েদের অক্ষর জ্ঞানের সুযোগ দিয়েছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর প্রতি সঠিকভাবে নজর দেয়া হলে দেশে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে যাবে। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত বাড়বে শিক্ষার হারও তত বাড়বে। এই মাদ্রাসাগুলোর প্রতি এখন ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকমণ্ডলির যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রামের নিরক্ষর ছেলে-মেয়েরা এ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে শুরু করছে। কারণ এ মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা-ইংরেজীর সাথে সাথে আল্লাহ-রাসুলের নীতি বিধান জানার সুযোগ পায়। এ ধরণের মাদ্রাসাগুলো বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই সরকারের প্রতি আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে মহা-পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু করুন।

—মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
সহ-সভাপতি রামগতি আর এফ মাদ্রাসা
রামগতি, লক্ষ্মীপুর।